

# ডাকু

## ফরিদ আহমেদ

সেন্ট ভিনসেন্ট একাডেমীতে এলে সবসময়ই এক ধরনের চাপা অস্বস্তিতে ভোগেন বন্ধর উদ্দিন সাহেব ওরফে বাকু ভাই। নিজেকে বড্ড বেমানান আর খাপছাড়া লাগে এখানে তার। মনে হয় এই জায়গার পুরোপুরি উপযুক্ত তিনি নন।

রাঙ্গামাটি শহর থেকে দশ কিলোমিটার দক্ষিণে কাপ্তাই লেকের পাড়ে খ্রিস্টান মিশনারীদের গড়া সেন্ট ভিনসেন্ট একাডেমী বাংলাদেশের সবচেয়ে অভিজাত এবং ব্যয়বহুল ছেলেদের আবাসিক স্কুল। বাকু ভাইয়ের অস্বস্তিতে ভোগার সেটাও কোন কারণ নয়। টাকা পয়সা তার কাছে কোন সমস্যা নয়। যে পরিমান টাকা তিনি এ পর্যন্ত উপার্জন করেছেন তাতে তার পরবর্তী চৌদ্দ পুরুষ বসে বসে খেলেও শেষ করতে পারবে না। স্ত্রী সাবিহার প্রচণ্ড অনীহা সত্ত্বেও রিশাদের দশ বছর বয়সে তিনিই বলতে গেলে একরকম জোর করেই তাকে এখানে ভর্তি করেছেন। চারপাশের নয়ন জুড়ানো পাহাড়ী মনোরম প্রাকৃতিক সৌন্দর্যও তার অস্বস্তিবোধের জন্য দায়ী নয়। স্কুলের আবহই মূলতঃ তার মধ্যে অস্বস্তি এনে দেয়। সেন্ট ভিনসেন্ট এর চার দেয়ালের মধ্যে জ্ঞান, উন্নত শিক্ষা, মর্যাদা আর অভিজাত্যের একধরনের সুতীর নগ্ন বহিঃপ্রকাশ আছে, যা তার মধ্যে বড় ধরনের হীনমন্যতার জন্ম দেয়। মনের মধ্যে অজানা এক বিচিত্র অস্থিরতা আর খচখচানি অনুভব করেন তিনি, ঠিক স্বাচ্ছন্দ বোধ করেন না। ডাঙ্গায় তোলা মাছের মত মনে হয় নিজেকে তার।

শাহজাহানপুরে রেললাইনের পাশের বস্তি থেকে ক্ষমতার শীর্ষবিন্দুতে উঠে এসেছেন তিনি শুধুমাত্র নিজের চেষ্টায়। প্রতি পদে পদে তাকে আক্ষরিক অর্থেই যুদ্ধ করতে হয়েছে আজকের এই অবস্থানে উঠে আসার জন্য। অভাবের কারণে প্রাইমারী স্কুলের গন্ডিও পেরোতে পারেননি তিনি। এখনো কোন কিছু পড়তে গেলে রীতিমত হোচট খান, বানান করে করে পড়তে হয়। আজ তার যে শক্তিশালী রাজনৈতিক অবস্থান এবং ব্যবসায়িক সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছে তাতে করে অনেক তোষামোদকারীই ঘুর ঘুর করে তার চারপাশে। তার মালিকানাধীন স্যাটেলাইট চ্যানেলের অনেক সুন্দরী নায়িকারাই প্রায়শই অযাচিতভাবে কারণে অকারনে তার গায়ের উপর ঢলে পড়ে। মিডিয়ার একটা বিরাট অংশ সবসময় তার সদা হাস্যময় বিনয়ী আচরনের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। এ সমস্ত তোষামদী সত্ত্বেও তিনি খুব ভাল করেই জানেন যে শিক্ষা, রুচি ও পারিবারিক ঐতিহ্যের অভাবের কারণে এখনো নিজেকে পুরোপুরি সুশোভিত করতে পারেননি। হয়তো পারবেনও না কোনদিন। সাবিহার প্রবল আপত্তি উপেক্ষা করে রিশাদকে এখানে পাঠানোর জন্য তিনি যে অটল ছিলেন সেটাও এর একটা কারণ। যত টাকাই লাগুক তার ছেলে যাতে সবচেয়ে উন্নত শিক্ষা পায় সেটাই নিশ্চিত করতে চেয়েছিলেন তিনি।

মনের মধ্যে অস্বস্তি নিয়েই প্রসাশন ভবনের দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকলেন বাকু ভাই। অল্পবয়সী একটি মেয়ে রিসেপশন ডেস্কের পিছনে বসে নখের পরিচর্যা করছে। মুক্তোর মত দু'পাটি দাত বের করে বাকু ভাইকে স্বাগত জানালো সে। মেয়েটিকে নিজের নাম বলতে সেই পথ দেখিয়ে দোতলায় প্রিন্সিপালের অফিসে নিয়ে গেল তাকে। এখানে তিনি এর আগেও একবার এসেছেন। বছর দু'য়েক আগে, রিশাদের ভর্তির দিন। খুব বেশি অবশ্য কিছু মনে করতে পারলেন না তিনি সেদিনের কথা। শুধু এইটুকু মনে আছে যে দারুণভাবে মুগ্ধ হয়েছিলেন তিনি প্রথম দিনই স্কুল দেখে। এই নিয়ে মাত্র তিনবার এলেন তিনি এখানে। এর আগে দু'বার এসেছেন, তাও খুব সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য। ভাবনাটা মনে আসতেই নিজের কাছেই নিজেকে অপরাধী মনে হল তার। ছেলেটাকে রীতিমত অবহেলা করা হয়েছে এখন বুঝতে পারছেন। আসলে অনেকবারই আসতে চেয়েছেন তিনি এখানে, বিশেষ করে প্যারেন্ট'স ডেতে। কিন্তু সবসময়ই রাজনীতি না হয় ব্যবসার কোন না কোন ঝামেলার কারণে আসা হয়ে উঠেনি আর। রাজনীতি আর ব্যবসাই তার জীবনকে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করে। মাঝে মাঝে তিনি নিজেও খুব অপছন্দ করেন এটা। কিন্তু, কিছুই করার নেই, আঙ্কে-পৃষ্ঠে জড়িয়ে গেছেন তিনি এর সাথে, মুক্তি পাওয়ার আর কোন উপায় নেই।

পাঁচ মিনিটেরও কম সময়ের মধ্যে প্রিন্সিপালের রুমে ডাক পড়লো তার। প্রিন্সিপ্যাল ফাদার ডেভিড টমাসের বয়স প্রায় ষাটের কাছাকাছি, ব্রহ্মচারী। খাড়া নাক, নীল চোখের অভিজাত রাশভারি চেহারা। মাথাভর্তি শ্বেতশুভ্র কেশ পরিপাটি করে সাজানো। তিন যুগেরও বেশি বাংলাদেশে বসবাসের কারণে নিখুঁত বাংলায় কথা বলেন তিনি। মাঝে মাঝে চট্টগ্রাম টেলিভিশনে রবীন্দ্র সঙ্গীতও গান। ফাদার টমাস গম্ভীরভাবে বাকু ভাইয়ের সাথে করমর্দন করে বললেন, 'আসার জন্য ধন্যবাদ, মিঃ বক্কর উদ্দীন। বসুন।'

মেরুণ রং এর শক্ত চেয়ারে শিঁড়দাড়া খাড়া করে সোজা হয়ে বসলেন বাকু ভাই। ভিতরে ভিতরে কিছুটা নার্ভাসবোধ করছেন, সেই সাথে সতর্কও। সুদূর শৈশবে শাহজাহানপুর সরকারী প্রাইমারী স্কুলে পড়ার সময় হেড মাস্টারের রুমে ডাক পড়লে বকের মধ্যে ঠিক একই ধরনের অনুভূতি হত তার। হাত দুটোকে নিয়ে বেশ সমস্যায় পড়েছেন বাকু ভাই। কোথায় রাখবেন ঠিক বুঝে উঠতে পারছেন না। অবশেষে দুই হাটুর মাঝখানে চালান করে দিয়ে নিশ্চিন্ত হলেন।

ফাদার টমাস বসা পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন বাকু ভাই। তারপর বললেন, 'ফাদার, কি এমন মারাত্মক সমস্যা যে টেলিফোনে বলা গেলো না?'

'আমি দুঃখিত। আসলেই মারাত্মক সমস্যা। টেলিফোনে বলার মত না।'

'খারাপ রেজালট।'

'না, তা নয়। ডাকু খুবই মেধাবী ছাত্র। আর ওর রেজালটও.....'

'রিশাদ।'

'ও, হ্যাঁ, রিশাদ।'

'ওর মা ওকে আদর করে ডাকু নামে ডাকে।'

'মনে হয় ডাকু নামটা সে বেশ পছন্দ করে।'

'ডাকু..... শুনতে একটু অন্যরকম লাগে, তাই আমি ওকে ওই নামে ডাকি না।'

‘আপনার ছেলে কিন্তু একটু অন্যরকমই।’

ফাদার টমাস যে ভাবে কথাটা বললেন তাতে বাকু ভাইয়ের অস্বস্তি আরো বেড়ে গেল, চেয়ারে আরো সোজা হয়ে বসলেন তিনি। ‘কি করেছে আমার ছেলে?’ তীক্ষ্ণ স্বরে জিজ্ঞেস করলেন।

‘আমরা অবশ্য পুরোপুরি নিশ্চিত নই যে সে এই ঘটনাগুলোর জন্য সেই দায়ী, তবে সারকামসট্যান্সিয়াল এভিডেনস আপনার ছেলের বিপক্ষেই যায়।’

ঘটনা! সারকামসট্যান্সিয়াল এভিডেনস!! ‘খোলাসা করে বলেন।’

কিছুটা সামনের দিকে ঝুকে এলেন ফাদার টমাস। ‘গত কিছুদিন ধরে ডাকুর.....স্যরি রিশাদের ডর্মিটারিতে পরপর বেশ কিছু চুরি হয়েছে। প্রায় ডজন খানেক ছেলের টাকা চুরি গেছে।’

‘আমার ছেলে চোর না।’ প্রতিবাদ করলেন বাকু ভাই।

‘আমিও তাই আশা করি। কিন্তু ওই যে বললাম সারকামসট্যান্সিয়াল এভিডেনস.....’

‘ও চুরি করতে যাবে কেন? ওর নিজেরইতো যথেষ্ট পরিমাণে টাকা আছে। আমি প্রতিমাসে দরকারের চেয়েও বেশি টাকা পাঠাই ওকে।’

‘এর জবাব আমি দিতে পারব না।’

‘আপনি কি ওকে চুরির বিষয়ে জিজ্ঞেস করেছেন?’

‘করেছি। যথারীতি সে অস্বীকার করেছে।’

‘ব্যাস, ঠিক আছে।, বাকু ভাই হাফ ছাড়লেন, ‘ও যদি বলে থাকে করে নাই, তাহলে করে নাই।’

‘টাকা চুরি গেছে এমন দুজন ছেলে চুরি হওয়ার আগে আপনার ছেলেকে তাদের রুম থেকে বের হতে দেখেছে।’

‘আর আপনিও ওই ছেলেদের কথা বিশ্বাস করে আমার ছেলেকে চোর ভাবছেন।’ উম্মা ঝরে পড়লো বাকু ভাইয়ের কণ্ঠে।

‘আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয় বিবেচনা করে আমাদের অন্য কোন উপায়ও নেই।’ ফাদার টমাস কাধ ঝাকালেন।

‘কি আনুষঙ্গিক বিষয়?’

‘ডাকু কিছু.....’

‘রিশাদ। ওর নাম রিশাদ।’ শব্দ গলায় বললেন বাকু ভাই।

‘আই এ্যাম স্যরি, হ্যা, রিশাদ। কিছুদিন ধরে রিশাদ বেশ কিছু মারামারিতেও জড়িয়ে পড়েছে। গত সপ্তাহে যে ছেলেটাকে সে আক্রমণ করেছিল তার নাক ভেঙ্গে গেছে।’

‘আক্রমণ করেছিল? কিভাবে জানেন যে আমার ছেলেই আক্রমণ করেছিল?’

‘বেশ কয়েকজন স্বাক্ষী আছে এই সমস্ত ঘটনার। প্রতিটা ক্ষেত্রেই তারা হলফ করে বলেছে যে, রিশাদই প্রথম মারপিট শুরু করেছে।’

এসি চলা সত্ত্বেও প্রিন্সিপ্যালের রুম ভয়ংকর রকমের গরম মনে হচ্ছে বাকু ভাইয়ের কাছে এখন। টের পাচ্ছেন ঘাম গড়িয়ে পড়ছে তার সারা গা বেয়ে। ‘ছোট বেলা থেকেই ও একটু এ্যাগ্রেসিভ, আমি স্বীকার করছি। ওর বয়সে অনেক বাচ্চাই.....’

‘ওর আচরন সামান্য এ্যাগ্রেসিভ এর চেয়ে বেশি। খারাপ লাগছে বলতে, তবুও বলছি, আপনার ছেলে স্কুলে মোটামুটি ত্রাস সৃষ্টি করে ফেলেছে।’

‘আমি বিশ্বাস করি না।’

‘আপনি ইচ্ছা করলে তার ক্লাসমেট বা টিচারদের সঙ্গে কথা বলে দেখতে পারেন।’

বাকু ভাই মাথা নাড়লেন। ধাতস্থ হয়ে কিছুক্ষন পর বললেন, ‘বেশ কিছুদিন ধরে যদি এগুলো ঘটে থাকে তাহলে আমাকে আগে জানালেন না কেন?’

‘প্রথম দিকে ঘটনাগুলো ছিল বিচ্ছিন্ন এবং কোন প্রমানও ছিল না যে রিশাদই এগুলোর জন্য দায়ী। তাছাড়া আমরা সবসময়ই চেষ্টা করি আমাদের ছেলেদের বেনেফিট অফ ডাউট দেওয়ার জন্য। পরে যখন আরো চুরির ঘটনা ঘটেছে, রিশাদ ভয়ংকর মারামারিতে জড়িয়েছে তখন আমি আপনাকে জানিয়েছি। দু’বার চিঠিতে, আর একবার টেলিফোন করেছিলাম। আপনাকে না পেয়ে আপনার সেক্রেটারীকে মেসেজ দিয়ে রেখেছিলাম।’

দু’টো চিঠি! একটা ফোন কল!! অস্পষ্টভাবে বাকু ভাই একটা মাত্র চিঠির কথা মনে করতে পারলেন। খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ না ভেবে পড়েই ছিড়ে ফেলেছিলেন। তিনি তখন কুয়াললামপুরের সাথে একটা বড় ধরনের ব্যবসায়িক লেনদেনে মহা ব্যস্ত। অন্য চিঠিটা হয়তো কেউ ফেলে দিয়েছে বা কোন ফাইলে রেখে দিয়েছে, তিনি দেখার সময় পাননি। ফোন কল.....তার কাছে প্রতিদিন দেন দরবার আর তদবির নিয়ে অসংখ্য মানুষ ফোন করে। দু’জন সেক্রেটারী আছে, তারাই ফোন রিসিভ করে মেসেজ রেখে দেয়। ওই সমস্ত মেসেজের বেশিরভাগেরই কোন উত্তর দেওয়া হয় না কখনো। শুধুমাত্র গুরুত্বপূর্ণ কোন কল হলেই সেটা তার কাছে পৌঁছায়, না হলে নয়।

বাকু ভাই বুঝতে পারছেন না কি বলবেন। ঘর্মাক্ত শরীরে মেরুদণ্ড সোজা করে বসে আছেন, নিজেকে নির্বোধের মত লাগছে।

‘কাল রাতে আরেকটা দুর্ঘটনা ঘটেছে।’ ফাদার টমাস বললেন, ‘সবচেয়ে মারাত্মক। সেই জন্য আজ সকালে আপনাকে আমি ফোন করে আসতে বলেছি। আবারো বলছি আমরা প্রমান করতে পারবো না যে আপনার ছেলেই এই ঘটনার জন্য দায়ী, তবে পূর্বাপর ঘটনা আমরা যেটুকু জানি তাতে ওকে ছাড়া আর কাউকে দায়ী করাও যাচ্ছে না।’

‘কি দুর্ঘটনা? কি ঘটেছে কাল রাতে?’ বাকু ভাই টের পাচ্ছেন ঘামে তার জামা ভিজে যাচ্ছে।

‘কেউ একজন’, ফাদার টমাস খুব সতর্কতার সাথে বললেন, ‘স্কুল জিমন্যাসিয়ামে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে।’

‘আগুন ধরিয়েছে.....হায় খোদা!’

‘সাথে সাথে টের পাওয়াতে ভাগ্যক্রমে দ্রুত আগুন নেভানো গেছে। ফলে পুরো জিমন্যাসিয়াম ধবংসস্বরূপে পরিনত হওয়া থেকে বাঁচানো গেছে। তারপরও প্রায় লাখখানেক টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।’

‘কি কারণে আপনার ধারণা যে রিশাদই আগুন ধরিয়েছে? অন্য কেউওতো করতে পারে।’

‘ফিজিক্যাল এডুকেশন টিচারের সাথে গতকাল বিকালে ওর বাদানুবাদ হয়েছে। রিশাদ তার টিচারকে অপমান করেছে এবং প্রচ্ছন্ন একটা হুমকিও দিয়েছে। ফিজিক্যাল টিচারের রুমেই কেরোসিন টেলে আগুন ধরানো হয়েছে।’

বাকু ভাই মুখ খুলতে গিয়ে আবার দ্রুত বন্ধ করে ফেললেন। তার চিন্তাশক্তিও ঠিকমত কাজ করছে না এই মুহুর্তে। চারদিকে খুব বেশি সুনসান মনে হচ্ছে তার কাছে। দূরে কোথাও ঘড়ির একটা অস্পষ্ট টিক টিক আওয়াজ শুনতে পাচ্ছেন তিনি। অবশেষে দীর্ঘ নীরবতা ভেঙ্গে কথা বললেন বাকু ভাই। নিজের কণ্ঠ নিজেই চিনতে পারলেন না তিনি। অপরিচিত কোন লোক কথা বলছে বলে মনে হলো তার।

‘কি করবেন আপনারা এখন? এক্সপেল করবেন রিশাদকে? সেই জন্যই কি এখানে ডেকেছেন আমাকে?’

‘বলতে যদিও খারাপ লাগছে, তবুও বলছি, হ্যাঁ ওকে এক্সপেল করা হয়েছে। আমার কিছু করার নেই। সেন্ট ভিনসেন্ট একাডেমী এবং এর ছাত্রদের স্বার্থে বোর্ড এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। নাথিং পারসোনাল। আশা করি আপনি বুঝতে পারবেন।’

‘হ্যাঁ বুঝতে পারছি’, বাকু ভাই তিক্তকণ্ঠে বললেন, ‘অবশ্যই বুঝতে পারছি।’

‘বিকল্প কোন ব্যবস্থা করতে আপনার হয়তো সময় লাগতে পারে। তাই বোর্ড এই সপ্তাহ পর্যন্ত রিশাদকে এখানে থাকার অনুমতি দিয়েছে। একজন শিক্ষকের সার্বক্ষনিক নজরদারীতে থাকতে হবে অবশ্য। তবে ইচ্ছা করলে আপনি ওকে আজই নিয়ে যেতে পারেন আপনার সাথে।’

মাথাটা ভন ভন করে ঘুরতে শুরু করেছে বাকু ভাইয়ের। ফাদার টমাসের চেহারা ক্রমশ ঝাপসা হয়ে আসছে। মাতালের মত টলমল পায়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাড়ালেন তিনি। তীব্র স্বরে বললেন, ‘আমি আমার ছেলের সাথে কথা বলতে চাই। এক্ষুনি।’

‘অবশ্যই বলবেন।’ ফাদার টমাসের কণ্ঠ শান্ত। ‘আমি তাকে আগেই ডেকে পাঠিয়েছি। বারান্দার শেষ মাথার একটা রুমে সে আপনার জন্য অপেক্ষা করছে।’

ফাদার টমাসের পিছনে যেতে যেতে বাকু ভাই টের পেলেন তার শরীরের সমস্ত কোষে কোষে ছড়িয়ে পড়ছে আদিম অসহ্য একধরনের ভয়ংকর ক্রোধ। মনে হচ্ছে কাউকে ভয়ানক আঘাত করে চুরমার করে দিতে পারলে ভাল হতো। রিশাদকে নয়। ওর গায়ে তিনি কখনো হাত তোলেননি, কখনো তুলবেনও না। ফাদার টমাসকেও নয়। অন্য কাউকে, সম্ভবত নিজেকে আঘাত করতে পারলেই বোধ হয় আরাম পাওয়া যেত।

বন্ধ একটা দরজার সামনে এসে দাড়ালেন ফাদার টমাস। ‘আমি আপনার জন্য অফিসে ওয়েট করছি, মিঃ বন্ধর।’ বাকু ভাইকে একা রেখে ফাদার টমাস ফিরে গেলেন তার অফিসরুমে।

রুমে ঢোকান আগে কিছুটা ইতস্তত করলেন বাকু ভাই। নিজেকে সংযত করার যথাসাধ্য চেষ্টা করছেন তিনি। মাথা গরম করলে কোন লাভ হবে না বুঝতে পারছেন। বড় বড় দু’টো শ্বাস নিয়ে দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকলেন বাকু ভাই।

মূর্তির মত একটা চেয়ারে বসে আছে রিশাদ। বাবাকে দেখে ধীরে ধীরে উঠে দাড়ালো সে। মুখে কোন হাসি নেই, অদ্ভুত একটা শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। বয়সের তুলনায় অনেক বড় লাগছে তাকে। লম্বা, একহারা শরীর, চওড়া কাধ। *এই বয়সে আমি এরকমই দেখতে ছিলাম।* ভাবলেন বাকু ভাই, *ছেলেটা অবিকল আমার মত হয়েছে।*

‘কেমন আছো, রিশাদ?’

‘ডাকু’, শূন্য দৃষ্টির মতই রিশাদের কণ্ঠস্বরও ফাপা, ‘তুমি জান আমি ডাকু পছন্দ করি।’

রিশাদের দিকে এগিয়ে গিয়ে তার কাধে হাত রাখলেন বাকু ভাই। বুকের মধ্যে উথলে উঠা তাৎক্ষণিক আবেগে জড়িয়ে ধরলেন ছেলেকে। উষ্ণতাহীন শীতল শরীর রিশাদের। মনে হল তিনি যেন কোন পাথরের টুকরাকে জড়িয়ে ধরেছেন। তাড়াতাড়ি রিশাদকে ছেড়ে দিয়ে কিছুটা পিছিয়ে এলেন বাকু ভাই।

‘তোমার প্রিন্সিপ্যালের সাথে অনেকক্ষন কথা হল আমার।’ বাকু ভাই বললেন, ‘চুরি, আগুন লাগানো.....তার ধারণা তুমি দায়ী।’

‘জানি।’

‘জানো! তুমি কি করেছো এগুলো?’

‘না, পাপা, আমি করি নাই।’ আবেগহীন যান্ত্রিক স্বর রিশাদের।

‘আমার কাছে মিথ্যা বলনা, তুমি যদি করে থাক.....’

‘আমি করি নাই, আমি কিছুই করি নাই।’ দৃঢ় কণ্ঠে বলল রিশাদ।

‘স্কুল থেকে তোমাকে এক্সপেল করেছে। তুমি দায়ী না হলে ওরা নিশ্চয়ই তা করতো না।’

‘আমি কেয়ার করি না।’ ঘাড় বাকা করে একগুয়ে ভঙ্গিতে বলল রিশাদ।

‘স্কুল থেকে তোমাকে বের করে দিচ্ছে, সেটাও তুমি কেয়ার কর না?’

‘এখানে আমার ভাল লাগে না। কে কি ভাবছে তার পরোয়া আমি করি না।’ ক্ষীণ একটা কৌতুকের হাসি খেলে গেল রিশাদের ঠোটে। ‘শুধু তুমি ছাড়া।’

‘ঠিক আছে। আমার চোখের দিকে তাকিয়ে সত্য কথা বল। তুমি কি টাকা চুরি করেছো, বা জিমে আগুন দিয়েছো?’

‘বললাম তো আমি করি নাই। সবাই মিথ্যা কথা বলছে।’

‘উঁহুঁ, ওভাবে নয়। আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বল। কাছে এসে।’

বাবার দিকে খানিকটা এগিয়ে এলো রিশাদ। তারপর চোখের দিকে সরাসরি তাকিয়ে ধীরস্থির ঠাণ্ডা গলায় বলল, ‘না, পাপা, আমি করি নাই।’

রাঙ্গামাটির আঁকাবাঁকা উচুনিচু পাহাড়ী পথ বেয়ে চট্টগ্রামের দিকে ছুটে চলেছে নীল রং এর পাজেরো। রিশাদের চোখের অতলস্পর্শী গভীরে ঝিকিমিকি করা জমাট অন্ধকারকে কিছুতেই মন থেকে সরাতে পারছেন না বাকু ভাই.....এটা নিশ্চয়ই সবসময়ই ছিল। কিভাবে তার চোখ এড়িয়ে গেল? জমাট সেই অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে সারা শরীর হিম হয়ে গিয়েছিল তার। পরে এসে রিশাদকে নিয়ে যাবেন এ কথা ফাদার টমাসকে কোনমতে জানিয়েই তড়িঘড়ি করে সেন্ট ভিনসেন্ট একাডেমী থেকে বের হয়ে এসেছেন তিনি। সব কিছু মনে করে শিরদাঁড়ার মধ্যে আবারো কাঁপুনি দিয়ে উঠলো বাকু ভাইয়ের।

গাড়ি চালাতে চালাতে রিয়ার ভিউ মিররে তার একমাত্র ভাল চোখ দিয়ে বাকু ভাইকে লক্ষ্য করছিল কানা কুদ্দুস। ‘কোন সমস্যা, বাকু ভাই।’ জিজ্ঞেস করল সে।

অন্য কোন সময় হলে ‘কিছু না’ বলে এড়িয়ে যেতেন বাকু ভাই। কিন্তু এখন অবাধ হয়ে দেখলেন যে কানা কুদ্দুসকে তিনি বলছেন, ‘রিশাদ কিছু ঝামেলায় জড়িয়েছে। সেই জন্যই আমাকে এখানে আসতে হয়েছিল।’

‘ঝামেলা মিটেছে?’

‘না, মেটেনি। ওরা ওকে স্কুল থেকে বের করে দিচ্ছে।’

‘যাহ! মশকরা করতাহেন।’

‘না, মশকরা করছি না।’ অনেকটা আপন মনেই কথা বলছেন বাকু ভাই, ‘জেনুর পর আমি ওর নাম দিয়েছিলাম রিশাদ। কিন্তু ওর মা ওকে আদর করে ডাকে ডাকু বলে। তার ধারণা রিশাদ আমার মত হয়েছে। তাই আমার নামের সাথে মিল রেখে ছেলের নাম দিয়েছে ডাকু। ছেলেটাও কেন যেন অদ্ভুত এই নামটাই বেশি পছন্দ করে। ওর ধারণা নামটা তার জন্য খুবই উপযুক্ত। কিন্তু আমি একেবারে পছন্দ করি না।’

‘ক্যান? মায় আদর কইরা নাম দিছে, সমস্যা কি? কত রকম আজব নামইতো কত পাবলিকের থাকে।’

‘আমি চাইনি আমার ছেলে আমার মত হোক। আমার মত এরকম করে বড় হয়ে উঠুক সেটা আমি চাইনি। সেই জন্যই ওকে আমি সেন্ট ভিনসেন্ট একাডেমীতে ভর্তি করিয়েছিলাম। বুঝেছো?’

কানা কুদ্দুস মাথা ঝাকালো, ‘জ্বী, বুঝছি বাকু ভাই।’ আসলে বিন্দুমাত্রও বোঝেনি সে। কিছু বলতে হয় তাই বলা।

কানা কুদ্দুস বাকু ভাইয়ের বডিগার্ড, তার বিশাল সসন্ত্র ক্যাডার বাহিনীর নেতা। মারামারি, অস্ত্র চালানো আর খুনখারাবি ছাড়া দুনিয়ার অন্য আর কোন বিষয়েই কোন জ্ঞান নেই তার।

‘আমি চাই না আমার ছেলে আমার পেশায় আসুক।’ বাকু ভাই বললেন, ‘আমি চাই না সে আরেকটা বাকু ভাই হোক।’

‘ভাবতাহেন ও আপনার পেশায় আইবো?’

‘না, তা ভাবছি না।’ চোখ বন্ধ করে সিটে গা এলিয়ে দিলেন বাকু ভাই। মনের পর্দায় ভেসে উঠলো রিশাদের সাপের মতো দু’টো হিমশীতল চোখ, যার গভীরে লুকিয়ে আছে অন্তহীন নিকষ কালো অন্ধকার। আবারো শিউরে উঠলেন তিনি।

বিড় বিড় করে বললেন, ‘আমাকেও ছাড়িয়ে যাবে ও।’

---

একটি বিদেশী গল্প অবলম্বনে